MAR. 19
তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

গুণবতী কেন্দ্র : প্রশ্নের ফটোকপি ৫০ টাকা, উত্তর ১০ টা

শাহজালাল রতন, *গুণবতী থেকে ফিরে*

এসএসসি পরীক্ষার দ্বিতীয় দিনেও কুমিল্লা জেলার গুণবতী কেন্দ্রে চলেছে অবাধে নকল। গুণবতী বাজারে ইংরেজি দ্বিতীয়পত্রের প্রশ্নপত্রের ফটোকপি পরীক্ষা শুরুর সঙ্গে সঙ্গে বিক্রি শুরু হয়। একটি প্রশ্নের উত্তরও বিক্রি হয়েছে ১০ টাকায়। শিক্ষক-কর্মচারী ও অভিভাবক একাকার হয়ে গিয়েছিল নকলে সাহায্য করতে গিয়ে। গতকাল সকালে গুণবতী গিয়ে দেখা যায়, প্রতিটি প্রশ্নপত্র ৫০ টাকা ও উত্তর প্রতিটি ১০ টাকা হারে বিক্রি হচ্ছে। অভিভাবকরা তা দেদারছে কিনে হলে পাঠাচ্ছে। এত তাড়াতাড়ি প্রশ্নপত্র কিভাবে বাইরে এল– এ প্রশ্নের জবাবে বলা হয়, পরীক্ষা শুরুর ৫/১০ মিনিট আগেই প্রশ্ন পৌঁছে যায় ফটোস্ট্যাট দোকানে। একই অবস্থা চলছে চিওড়া ও চৌদ্দগ্রাম কেন্দ্রে।

বেলা ১১টার সময় বোর্ডের ভিজিলেন্স টিম গুণবতী কেন্দ্রে এলে দেখা যায় ভিন্ন চিত্র। পদুয়া স্কুলের দফতরি মাঈন উদ্দিন ছুটে যান হল থেকে হলে। সবাইকে সতর্ক করে দেন ভিজিলেন্স টিমের কথা বলে। সবাই চুপচাপ। পরীক্ষার্থীরা সতর্ক। শিক্ষকরা হাঁকডাক দিয়ে বহিরাগতদের বলতে থাকেন, কেন্দ্রটি রক্ষার জন্য আপনারা কিছুক্ষণের জন্য বাইরে যান। আমাদের সাহায্য করুন। টিম চলে যাওয়ার পর শুরু হয় নতুন উদ্যমে নকলের খেলা। ১২টার দিকে পরীক্ষার হল আর গুণবতী বাজারের মধ্যে পার্থক্য থাকে না। প্রতিটি হলে ২০/৩০ জন বহিরাগত ঢুকে পড়ে। কেউ লিখে দিচ্ছে, কেউ নকলটা ঠিকঠাক করে দিচ্ছে। কেন্দ্রের ২ নম্বর কক্ষের গার্ড রফিকুল ইসলাম তার চেয়ারে বসে সব দেখ
এসময় হলে ১০/১৫ জন বহিরাগত পরীক্ষার্থীদের দেখিয়ে দিচ্ছিল। গার্ড র
ইসলামকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, 'আমি আর কি করতে পারব। সব তো
পাচ্ছেন।' বহিরাগতদের পাশে গিয়ে দেখা গেল কেউ বই খুলে উত্তর দেখিয়ে
একজন লিখেও দিচ্ছে।

জানা গেছে, চলতি এসএসসি পরীক্ষায় ৭টি স্কুলের মোট ৯৭১ জন ছাত্রছাত্রী এ
থেকে পরীক্ষা দিচ্ছে। গুণবতী স্কুলে স্থান সংকুলান না হওয়ায় গুণবতী কলেজে
সম্প্রসারণ করা হয়। গুণবতী কলেজ কেন্দ্রে কোন প্রতিরক্ষা দেয়াল না থাকায়
থেকেই শত শত বহিরাগত কেন্দ্রে ঢুকেছে অবাধে। দুটি কেন্দ্রের জন্য পুলিশ
হয়েছে মাত্র ৮ জন। পুলিশ বলেছে, তাদের পক্ষে লোক ঠেকানো সম্ভব নয়
বহিরাগতরা অবাধে হলে ঢুকেও নকল সরবরাহ করেছে।

স্কুলের প্রধান শিক্ষক আহাম্মদ রেজা বললেন, 'লেখালেখি করলে কেন্দ্রটি চ
আমাদের ক্ষতি হবে। সবকিছু বিবেচনা করবেন।' আসার পথে একজন ছাত্র
কেন্দ্র বাতিল হলে আমাদের পথ খোলা। পাশে ঢাকা-চট্টগ্রাম রেলপথ। বন্ধ করে
সমস্যার সমাধান। এভাবে বন্ধ আর চালু হচ্ছে গুণবতী পরীক্ষা কেন্দ্র। তবু ব
নকল। বোধোদয় হয়নি কারও।